সিলেটে ফতোয়াবাজি অধ্যক্ষ সৈয়দ আহমদকে কলেমা পড়িয়ে মুসলমান বানানো হলো

সিলেট ব্যুরো

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে তাহরিকুল ওলামার ফতোয়ার কারণে তওবা পড়ে নতুন করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হলেন স্থানীয় সৈয়দপুর আদর্শ কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ আবুল আহমদ। ফতোয়ামতে, অধ্যক্ষের স্বজনরা তাকে গোসল করিয়ে হাজির করেন তাহরিকের মজলিসে। সেখানে তাকে নতুন করে কলেমা পড়িয়ে মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। জগন্নাথপুরের সৈয়দপুর এলাকায় স্যাটেলাইট ক্যাবল স্থাপনের পক্ষে কথা বলাটাই ছিল তার অপরাধ। এজন্য তাহরিকুল ওলামার লোকজন গত শুক্রবার সকালে সৈয়দপুর মোকামপুর দরগাহ মসজিদে ফতোয়ার মজলিস বসায়। মাইকিং করে এলাকাবাসীকে জড়ো করে সৈয়দ আবুল আহমদকে ধর্মত্যাগী 'মুরতাদ' ঘোষণা করে তার সঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানায় তারা। এ ঘটনায় জগন্নাথপুরসহ সিলেটে ব্যাপক চাঞ্চল্য এবং জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি জগন্নাথপুর উপজেলার প্রবাসী অধ্যুষিত সৈয়দপুর গ্রামে স্যাটেলাইট চ্যানেলের ক্যাবল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হলে তাতে বাধা দেয় ইসলামী সংগঠন তাহরিকুল ওলামা। তারা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখাকে 'হারাম' বলে ফতোয়া জারি করে। এর আগে তারা এনজিও সংস্থা আশার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতেও বাধা দেয়। তাহরিকুল ওলামার এই বাধা-বিপত্তির তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনা করেন সৈয়দপুর আদর্শ কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ আবুল আহমদ। তিনি গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি দোকানে বসে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপকালে এলাকায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতে বাধা প্রদানসহ তাহরিকুলের ফতোয়াবাজিকে উগ্র ও সন্ত্রাসী কর্মকা র শামিল হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এতে ওই রাতেই তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তাহরিকুল নেতারা। তাহরিকুল ও গ্রামের কয়েকজনের উদ্যোগে ওই রাতে এবং শুক্রবার সকালে সৈয়দপুরে মাইকিং করে ঘোষণা দেওয়া হয়, সমাজে মুসলমান হিসেবে বসবাস করতে হলে আবুল আহমদকে তওবা করে নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। এ অবস্থায় চাপের মুখে পড়ে এলাকাচ্যুত হওয়ার ভয়ে তাহরিকুলের ফতোয়াবাজির কাছে নতিস্বীকার করেন তিনি। তাহরিকুল ওলামা সৈয়দপুরে এনজিও ব্র্যাকের কার্যক্রম বন্ধেরও ঘোষণা দিয়েছে। এ ব্যাপারে সৈয়দপুর আদর্শ কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ আবুল আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেও এ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তার ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, ঘটনার পর থেকে অপমানিত অধ্যক্ষ সৈয়দ আবুল আহমদ বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। এদিকে সৈয়দপুর শাহারপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলহাজ আতাউর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, আসলে তাহরিকুল ওলামা নয়, গ্রামের আলেম সমাজ ধর্মবিরোধী বক্তব্য দেওয়ার জন্য অধ্যক্ষ সৈয়দ আবুল আহমদকে মসজিদে ডেকে এনে তওবা করায়।